শ্রমিক অসন্তোষে ২০৪ কারখানায় ছুটি, অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ৯টি



ছবি: সংগৃহীত

সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুরের পোশাকশিল্পে দুই সপ্তাহ ধরে চলা শ্রমিক অসন্তোষের প্রভাব আরও বেড়েছে। কাজ না করে শ্রমিকদের কারখানা ছাড়ার ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার ২০৪টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি কারখানা শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে।

এই ধারায় কারখানা বন্ধ থাকলে শ্রমিকরা ওই সময়ের মজুরি পান না। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে রোববার থেকে আরও কারখানা একই ধারায় বন্ধ হতে পারে বলে জানিয়েছেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। এ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় শনিবার বিশেষ সাধারণ সভা ডেকেছে বিজিএমইএ।

সংগঠনটির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, দুই সপ্তাহ ধরে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় কারখানার মালিকরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। পরিস্থিতি না বদলালে আরও কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত আসতে পারে। শ্রম অসন্তোষে জড়িত থাকার অভিযোগে জব্দ করা ব্যাংক হিসাবের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, সেগুলো খুলে দেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছে বিজিএমইএ।

কারখানা বন্ধের সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২ নভেম্বর সর্বোচ্চ ৬৮৯টি কারখানা বন্ধ ছিল। ৯ নভেম্বর এ সংখ্যা পাঁচে নেমে এলেও ১০ নভেম্বর থেকে আবার বাড়তে শুরু করে। বৃহস্পতিবার তা বেড়ে ২০৪টিতে পৌঁছায়। এর মধ্যে ১৩৭টি সাভার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের।

গতকাল সকালে আশুলিয়ার জামগড়া ও নরসিংহপুর এলাকার অন্তত ১৬টি কারখানার শ্রমিক হাজিরা দিয়ে কাজ না করেই বেরিয়ে যান। এ সময় কয়েকটি কারখানা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দুপুরে জিরাবো পুকুরপাড়ে তাহারাত কম্পোজিট লিমিটেডে উত্তেজনার মধ্যে ইটের আঘাতে কারখানার এক কর্মকর্তা আহত হন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও বিজিবির টহল জোরদার ছিল।

আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর এসপি মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, শ্রমিকদের বাইরে থেকে উসকানি দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে কাজে না যাওয়ার বার্তা ছড়িয়ে শ্রমিকদের কারখানা ছাড়তে প্রভাবিত করা হচ্ছে। হামলা ও ভাঙচুরে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে আশুলিয়ার জিরাবোতে অরুণিমা গ্রুপের তিনটি কারখানা এবং সাভারের হেমায়েতপুরে একটি কারখানা ১৩(১) ধারায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। এর আগে ১০ নভেম্বর থেকে নিশ্চিন্তপুরে নিউএজ গ্রুপের তিনটি কারখানাও একই ধারায় বন্ধ রয়েছে।

অন্যদিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মৌচাক, সফিপুর ও পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কের দুই পাশে প্রায় তিন কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়। পুলিশ ও বিজিবির সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ২০ থেকে ২৫টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরাতে পুলিশ লাঠিপেটা ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে।